২২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৩০শে জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানায় বিভিন্ন মহল থেকে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, চেয়ার-ম্যান ও বিদ্যালয়সমূহের সভাপতি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে করেছে। কুমারখালী থানার দু'টি ইউনিয়নের জগন্নাথপুরে ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সদকী ইউনিয়নে ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম প্রদান করা হয়। প্রতিমাসে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু ১৫ কেজি গম দেয়ার কথা থাকলেও কোথাও ১৩ কেজি, কোথাও আবার ১৪ কেজি দেয়া হচ্ছিল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরবর্তী বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির মাধ্যমে গম বিতরণের সময়। মালামাল পরিবহনজনিত খরচের কারণে প্রতি কোটায় ছাত্রছাত্রীদের ১/২ কেজি করে কম দেয়া হত। সম্প্রতি গম বিতরণের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ওপর দিলে তারা প্রতি কোটায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিকট হতে তিনশ' কেজি গম রাখছেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু গম বরাদ্দ ১৫ কেজি হতে কমে ১০/১২ কেজিতে চলে আসছে। চেয়ারম্যানের মাধ্যমে গম বিতরণ নাকি শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির বিতরণের চেয়ে সুষ্ঠু হচ্ছে, এটা জানিয়েছেন কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমেই চেয়ারম্যানের ওপর এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে আশপাশের থানার চিত্র এরূপ নয়। গমপ্রাপ্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সাথে আলাপ করলে তারা জানান, প্রতি কোটার গম ডিও করার সময় শিক্ষা কর্মকর্তা ও অফিসের করণিক প্রত্যেকে একটা অংশ দাবি করে এতে প্রায় স্কুলেরই কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃতি জানায়। থানার ৩৪টি গমপ্রাপ্ত স্কুল প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করাও কঠিন।

তাই শিক্ষা কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান সেই সাথে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা একত্রিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।